জাতীয় তালিকায় র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছোল যাদবপুর, কলকাতা

এই সময়: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) ২০২৪-এর নানা মাপকাঠিতে রাজ্যের দুই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা পিছিয়ে পড়ল। তবে যে মাপকাঠিতে কলকাতা গত বছরের তুলনায় পিছিয়েছে, তাতে পয়েন্টের নিরিখে অবশ্য গতবারের তুলনায় কলকাতার মান বেড়েছে। আশার খবর, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যাদবপুর এ বার পাঁচ ধাপ নেমে নবমে পৌঁছেছে। এই বিভাগে কলকাতা বারো থেকে নেমে গিয়েছে আঠেরোয়। গত কয়েক বছরের মতোই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম একশোয় নেই এ বারও। সার্বিক মাপকাঠিতে যাদবপুর এ বার সতেরোয় নেমেছে। গত বছর ছিল তেরোয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৩ থেকে নেমে গিয়েছে ২৬-এ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম একশোর তালিকায় গত বার বর্ধমানও ছিল। এ বার নেই। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গত বার বিশ্বভারতীও প্রথম ১০০-য় ছিল। এ বার তারাও ১০১-১৫০-র তালিকায় চলে গিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংয়ে

এনআইআরএফ

সার্বিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য ক্যাটিগরিতে কলকাতা ও যাদবপুর প্রথম সারিতেই ছিল। কিন্তু গত বছর থেকে রাজ্যপাল রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে বার বার নানা ক্ষেত্রে খবরদারি করছেন। তার ফলেই রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই অবনমন।' তাঁর সংযোজন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করি, আগামী বছরই বাংলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হৃতগৌরব ফিরে পাবে।' তবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত বলেন, 'নানা বিষয়ে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা চলছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের থেকে আর্থিক সাহায্যও প্রায় কিছু নেই। তারই মধ্যে প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কলকাতা চতুর্থ স্থানে রয়েছে। আশা করব, আগামী দিনে আমরা আরও এগোব।'

এনআইআরএফ-এর তালিকায় সার্বিক ভাবে প্রথম একশোয় পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান জায়গা পেয়েছে। যাদবপুর ও কলকাতা ছাড়াও রয়েছে আইআইটি খড়গপুর (৬ নম্বরে), আইআইএসইআর (৬১ নম্বরে), ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট (৭৫ নম্বরে), এনআইটি দুর্গাপুর (৯৩ নম্বরে)। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গত বার দশমে ছিল যাদবপুর। এ বার ১২-য় নেমেছে। এই বিভাগে আইআইটি খড়গপুর রয়েছে পঞ্চমে। এনআইটি দুর্গাপুর ৪৪ এবং আইআইইএসটি, শিবপুর ৪৯ নম্বরে।

কলেজের মাপকাঠিতে প্রথম একশোয় রাজ্যের সাতটি কলেজ এসেছে। গত বার ছিল আটটি। রহড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ অষ্টম থেকে উঠে এসেছে তৃতীয় স্থানে। কলকাতার সেন্ট জ়েভিয়ার্স কলেজ ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ১৭-য় রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়। রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ, নরেন্দ্রপুর রয়েছে ২৪-এ। মেদিনীপুর কলেজ ৩২ নম্বরে, স্কটিশ চার্চ কলেজ ৮৮ নম্বরে। বেথুন কলেজ রয়েছে ৯১ নম্বরে। মেডিক্যাল শিক্ষায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ৪৪ নম্বরে। এসএসকেএম ২২ নম্বরে রয়েছে। আইন শিক্ষায় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস চতুর্থ এবং আইআইটি খড়গপুর রয়েছে সপ্তমে।

ফার্মাসি বিভাগে যাদবপুর ১৮ নম্বরে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ২৪ নম্বরে, গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ৭৪ নম্বরে, বি সি রায় কলেজ অফ ফার্মেসি অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস ৯৪ নম্বরে রয়েছে।